উচ্চশিক্ষা একটি বাজারজাত সেবা বনাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট অধিবেশন

- হাসান তারিক চৌধুরী সোহেল

গত ১৫ জুন অনুষ্ঠিত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশন। সার্বিক পরিস্থিতির বিচারে এ অধিবেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং যথেষ্ট পরিমাণ বিবেচনার দাবিদার। সিনেটের এ অধিবেশন প্রশংসিত হতে পারে এ কারণে যে, এই প্রথমবারের মতো কিছু সত্য ভাষণ তারা জাতির সামনে সাহসিকতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। সিনেট চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী এ অধিবেশনে যে অভিভাষণ প্রদান করেছেন তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান দুটি সমস্যা হলো সন্ত্রাস এবং আর্থিক সীমাবদ্ধতা। সরকারিদল ও বিরোধীদলের সন্ত্রাসীদের তোয়াক্কা না করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে এ ধরনের বক্তব্য প্রদান যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় বহন করে। তারপরও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকরা আশ্বস্ত হতে পারছেন না। আশ্বস্ত হতে পারছেন না এ কারণে যে, তারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের আরো সাহসী পদক্ষেপ প্রত্যাশা করেন। শুধুমাত্র সন্ত্রাসকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করার মধ্যদিয়েই দায়িত্ব সমাপন না করে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের চিহ্নিত অস্ত্রবাজদের তালিকা ও দলীয় পরিচয় সিনেটের মাধ্যমে জাতির সামনে উপস্থাপন করা হতো, এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতির-প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপ কামনা করা হতো তাহলেই জনগণ কিছুটা আশ্বস্ত হতে পারতো। যদিও বাস্তবে তা ঘটেনি।

সাধারণ ছাত্ররা এখনো আতঙ্কিত। কেননা ক্যাম্পাসের আগ্নেয়াস্ত্রগুলো এখনো দৃশ্যমান। যেহেতু পার্থ হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত অধিকাংশ অস্ত্রই উদ্ধার হয়নি, সেহেতু সেগুলোই হাতবদল করে ক্যাম্পাসে ব্যবহৃত হবে। এরকম ধারণা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না, অন্তত অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে।

সিনেট অধিবেশনে একই সাথে প্রশ্ন উঠেছে শিক্ষার ব্যয়ভার নিয়ে। সবকিছুর পরও এ বছরের বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটে ১ম বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ভর্তির সময় বেতন ও অন্যান্য ফিসহ ছাত্রপ্রতি ৭২০ টাকা বৃদ্ধিকে অনুমোদন করা হয়েছে। "অর্থমূল্যে শিক্ষাকে পরিমাপ করা যায় না" এরূপ চিরাচরিত ধারণাকে খণ্ডন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক এম শামসুল হক তার বাজেট অভিভাষণে বলেছেন, "পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উচ্চশিক্ষা একটি বাজারজাত সেবা হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।" (দ্রষ্টব্য- ঢাবি সিনেট বাজেট অভিভাষণ '৯৮, পৃঃ ৩)

সকলের মনেই প্রশ্ন উঠেছে, কোন একদিন হয়তো এও বলা হবে, "শিক্ষকদের প্রতি ছাত্রদের শ্রদ্ধাবোধ একটি উন্নত বাজারজাত সেবা"। সুতরাং সেটিও ছাত্রদের নিকট হতে উচ্চমূল্যে খরিদ করা উচিত। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটে বিশেষ বরাদ্দও রাখা উচিত (!)।

ছাত্রবেতন বৃদ্ধি প্রসঙ্গে যুক্তরাজ্যের শ্রমিক দলীয় সরকারের উদাহরণ টেনে এই বাজেট অভিভাষণে বলা হয়েছে, "যেখানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রপ্রতি এক লাখ টাকা ফি দিতে হয়, সেক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রপ্রতি কমপক্ষে ১০ হাজার টাকা ফি ধার্য করা উচিত। একই সাথে এও আশা প্রকাশ করা হয় যে, ছাত্র ও তাদের অভিভাবকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যয় আরো অধিক হারে নিজেরা বহন করতে আগ্রহী হবে।"

সিনেট অধিবেশনের এ ধরনের বক্তব্য নিম্নআয়ের ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকগণের মধ্যে চরম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। একেবারেই বাস্তবতাবিবর্জিত হয়ে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অর্থনৈতিক অবস্থান বিবেচনা না করে এ ধরনের সিদ্ধান্ত সকলকে হতাশ ও বিক্ষুব্ধ করেছে। প্রশ্ন উঠেছে, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭০% ছাত্র প্রতিবেলা ১০ টাকা খরচ করে তাদের আহার সমাপ্ত করে, টিউশনি করে পড়াশোনার খরচ চালায়, তার সাথে কোক-বিয়ার খাওয়া, গাড়ি-মোবাইল-অলা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বেতন ফিসের তুলনা খুবই অমানবিক। সিনেট অধিবেশনে এ অমানবিক কাণ্ডটিই ঘটেছে।

শুধু তাই নয়, বলা হয়েছে, "সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হলে মালিকানার প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। ব্যক্তি মালিকানার সম্প্রসারণের এ যুগে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উৎকর্ষ সাধন করতে হলে বিষয়টি নিয়ে ভাবা উচিত। সরকারি প্রতিষ্ঠানে অর্থের অপচয় হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও এর ব্যতিক্রম হবে এটা আশা করা যায় না। মাননীয় কোষাধ্যক্ষ (ঢাবি)-এর মতে, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে মালিকানার অংশীদার করতে পারলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি হবে এবং শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।" অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানা বিরাষ্ট্রীয়করণ করতে হবে।

'দৈনিক সংবাদ'-এর প্রথম পাতায় সম্প্রতি প্রকাশিত প্রাইভেটাইজেশন বোর্ডের বিজ্ঞাপনের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষের বক্তব্যের কি সুন্দর সাদৃশ্য! যেন শিক্ষার জন্য অর্থ বিনিয়োগ আর শিল্পের জন্য অর্থ বিনিয়োগ একই বিষয় হয়েদাঁড়িয়েছে!

সবশেষে সব রকমের বৈষম্য দূরীকরণের জন্য জাতিসংঘ ১৯৬০ সালে যে ঘোষণাটি জারি করে (সনদ ঃ ১) তা উদ্ধৃত করে আলোচনার ইতি টানছি এবং উল্লিখিত বিষয়সমূহ মুক্তমনের আলোচনার জন্য উত্থাপন করছি। জাতিসংঘের ঘোষণাটি (সনদ ঃ ১) নিম্নরূপ ঃ

"... For the purpose of the convention, the term discrimination includes any distinction, exclusion, limitation or preference which being based on race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, economic condition or birth, has the purpose or effect of nullifying or impairing equality of treatment in education."

১৯-০৬-৯৮ ইং

লেখক ঃ হাসান তারিক চৌধুরী সোহেল, সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয়সংসদ।